মুলা চাষের বিস্তারিত বিবরণী

মুলার জাতের তথ্য

জাতের নাম : বারি মূলা-১

জনপ্রিয় নাম : তাসাকিসান

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির। পাতায় শুং থাকেনা বিধায় শাকের উপযোগী। অর্ধেকের বেশি অংশ মাটির উপরিভাগের থাকে। মূলা খেতে সুস্বাদু ও প্রায় ঝাঁঝহীন।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রতিটি মূলার ওজন ৯০০-১১০০ গ্রাম। বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং ৪৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৮৫ - ৩৩১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৭০-৮০ টন, তবে বীজ ১.০-১.৫ টন

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন - কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর- মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় : মুলার জন্য পৌষ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), বীজের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মূলা-২

জনপ্রিয় নাম : পিঙ্কি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৭৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : লাল ও নলাকৃতির, পাতায় শুং খুবই কম থাকায় শাকের উপযোগী। কোন শাখা শিকড় হয় না। ভিতরে সহজে ফাঁপা হয় না। অর্ধেকের বেশি অংশ মাটির উপরিভাগের থাকে। মূলা খেতে সুস্বাদু ও একটু ঝাঁঝালো।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রতিটি মূলার ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম।বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং ৪৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২০ - ২৪০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫৫-৬০ টন তবে বীজ ০.৯-১.১ টন

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন - কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় : মুলার জন্য পৌষ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), বীজের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মূলা-৩

জনপ্রিয় নাম : দ্রুতি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৫৭

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : সাদা ও নলাকার। পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো। মূলার অর্ধেক অংশ মাটির উপরে থাকে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

প্রতিটি মূলার ওজন ৪০০-৬০০ গ্রাম, লম্বায় ২৩-২৬ সেমি। বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে মূলা সংগ্রহ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৬০ - ১৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪৫ টন, তবে বীজ ১.২-১.৩ টন

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন - কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় : মুলার জন্য পৌষ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), বীজের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি মূলা-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : ধবধবে সাদা ও নলাকৃতির। পাতা খাজকাটা বিশিষ্ট।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রতিটি মূলার ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম লম্বায় ৩০-৩৫ সেমি। বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং ৬০ দিনের মধ্যে মূলা সংগ্রহ করা যায়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২৬০ - ২৮০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৬৫-৭০ টন, তবে বীজ ১.২-১.৫ টন।

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় : আশ্বিন - কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর - মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় : মুলার জন্য পৌষ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি), বীজের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল)।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুলার পুষ্টিমানের তথ্য

পুষ্টিমানঃ মুলা পাতা শাক হিসেবে খাওয়া যায়। এতে প্রচুর ভিটামিন এ আছে। মুলা ভিটামিন সি এর অন্যতম উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম মুলায় ৯২.৭ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৫ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ০.৬ গ্রাম আঁশ, ২৮ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ১.৩ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ৫.৪ গ্রাম শর্করা, ১০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৫ মি.গ্রা. লৌহ, ০.৪৩ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ৩৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, এবং অল্প পরিমানে ভিটামিন বি-২ রয়েছে।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

মুলার বীজ এবং বীজতলার তথ্য

বর্ণনা : বীজতলার প্রয়োজন নাই।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : বীজতলার প্রয়োজন নাই।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজতলার প্রয়োজন নাই

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মুলার চাষপদ্ধতির তথ্য

চাষপদ্ধতি : সরাসরি বোনা যায় বলে বীজতলা প্রস্তুতির প্রয়োজন নাই। ২/৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ানি দিয়ে আগাছ দমন এবং ফসল পাতলা করতে অবে। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হতে পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুলার মাটি এবং সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

মৃত্তিকা : পানি জমে না এমন দোআঁশ - বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশঃ

সারের নাম	শতক প্রতি সার
ইউরিয়া	০.২ কেজি
টিএসপি	১ কেজি
পটাশ	৪০০ গ্রাম
বোরিক এসিড	৪০ গ্রাম
গোবর বা কম্পোস্ট	৪০-৫০ কেজি

>শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট সার ও টিএসপি এবং ইউরিয়া ও পটাশ সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান অংশে যথাক্রমে বীজ বপনের তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাহে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মুলার সেচের তথ্য

সেচ ব্যবস্থাপনা : বেড ও নালা পদ্ধতিতে মূলা চাষ করুন। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ এবং সেচের পানির অপচয় কম হয়। মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিন। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিন।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতিঃ বেড ও নালা পদ্ধতিতে মূলা চাষ করুন। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি : খরার সম্ভাবনা থাকলে সকাল বিকাল গাছের গোঁড়ায় হালকা পানি দিন ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মুলার আগাছার তথ্য

আগাছার নাম : চাপড়া ঘাস

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। মে থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : বিরুৎ জাতীয় একবর্ষজীবী আগাছা। সারা বছর জন্মে তবে প্রধানত রবি মৌসুমের।

প্রতিকারের উপায় :

ফসলের প্রথম ৩০দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখুন। গভীর চাষ দিন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ পরিপক্ক হয়।

প্রতিকারের উপায় : সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা দমন করুন। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০ টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ টি চারা রাখা উত্তম।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

মুলার আবহাওয়া এবং দুর্যোগের তথ্য

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১ , খরিফ-২

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি : তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণমাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তত রাখুন।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

মুলার পোকার তথ্য

পোকার নাম : বিছা পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্ণ বয়স্ক মথ মাঝারি হালকা হলুদ রঙের ও পাখায় কালো দাগ থাকে।কীড়া দেখতে কমলা রঙের, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একসাথে গাদা করে থাকে এবং সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালের মতো করে ফেলে। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ক্ষেতে এই পোকা ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : চারা, পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে এমামেক্টীন বেনজোয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন প্রোক্লেইম ১০ গ্রাম) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : চারা গজানোর পর জমিতে বাঁশের কঞ্চি বা ডালপালা পুঁতে পোকা খেকো পাখির বসার সুযোগ করে দিলে এরা পূর্ণবয়স্ক মথ খেয়ে এদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

অন্যান্য : ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া কীড়াসহ পাতাটি সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলতে হবে। মাঠের চারিদিকে নালা তৈরি করে তারমধ্যে কেরোসিন পানি মিশিয়ে রেখে এদের চলাচলে বাধা দেয়া যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : পরিছন্ন চাষাবাদ করুন। নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষন করতে হবে।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

পোকার নাম : ফ্লি বিটল পোকা

পোকা চেনার উপায় : প্রায় ১.৬ (০.০৬ ইঞ্চি) মিলিমিটার লম্ব ডিম্বাকার চকচকে নীলচে সবুজ ঝিকিমিকি কালো রঙ্গের উপরের শক্ত পাখাযুক্ত পোকা। আগাছা বা ফসলের গোড়ার দিকে বা ফসলের শিকড়ের কাছাকাছি মাটিতে ডিম পারে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্ণ বয়স্করা চারা গাছের বেশি ক্ষতি করে। এরা পাতা ছোট ছোট ছিদ্র করে খায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন-রিপকর্ড ১০ তরল অথবা সিমবুশ ১০ তরল ২০ মিলিলিটার / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করুন। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখুন। চারা গাছ জাল দিয়ে ঢেকে দিন।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছে ছাই ছিটান। হাত জাল দ্বারা পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। আক্রান্ত পাতা ও ডগা অপসারণ করুন। পরভোজী পোকা যেমন : লেডি বার্ড বিটল লালন করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

মুলার রোগের তথ্য

রোগের নাম : মুলার মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ১০ মি.লি. ২ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে। সকাল বেলা গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা গাছ থেকে পড়ে যাবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, জানুয়ারি, ২০১৩।

রোগের নাম : মূলার পাতার দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : প্রথমে পাতায় বাদামি রংয়ের দাগ পড়ে এবং তা পরে সাদা হয়ে যায়। দাগগুলো একত্র হলে সম্পূর্ণ পাতাটি নষ্ট হয়ে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন। রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি লাউ চাষ করুন। বিকল্প পোষক যেমন: আগাছা পরিস্কার রাখুন। আক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করবেন না

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, জানুয়ারি, ২০১৩।

রোগের নাম : মুলার গ্রে মোল্ড রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ দেখা দিলে পাতায় পানি ভেজা দাগ দেখা যায় এবং কান্ডের উপর ছত্রাকের আস্তরণ পড়ে। এক সময় কান্ড পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা

ব্যবস্থাপনা : কপার অক্সিক্লোরাইট জাতীয় ছত্রাক নাশক (ডিলাইট ৫০ ডব্লিউপি বা গোল্ডটন ৫০ ডব্লিউপি ২0 গ্রাম) ১০লি. হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি : আগাম বীজ বপন করুন। সুষম সার ব্যবহার করুন।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে নষ্ট করুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, জানুয়ারি, ২০১৩

মুলার ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল তোলা : বীজ বোনার ১৫-২০ দিন পর থেকে শাক এবং আগাম ৪৫ দিনের মধ্যে এবং নাবী ৫৫-৬০ দিনে মূলা তুলুন। দেরিতে তুললে আঁশ হবে।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে : ফসল তুলে ধুয়ে আকার অনুসারে বাছাই করে নিন।

প্রক্রিয়াজাতকরণ : মূলা পাতা ছেঁটে চটের বস্তায় ভরে নিন এবং প্লাস্টিকের ক্রাতে বাজারজাত করুন।

সংরক্ষণ : ঠান্ডা/শীতল স্থানে সংরক্ষণ করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মুলার বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

বীজ উৎপাদন : মূলা পর-পরাগী ফসল তাই বীজের বিশুদ্ধতার জন্য ১০০০ মিটার নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এর মাঝে মূলা/ কপিজাতীয় ফসল যেন না থাকে। কার্তিকের শুরুতে/ অক্টোবর মাঝামাঝিতে বীজের জন্য বুনুন। বোনার ৪০-৪৫ দিন পর বিশুদ্ধতা, আকৃতি, বালাইমুক্ত গাছ বাছাই করে নিন। বাছকৃত মূলার তিন ভাগের এক ভাগ এবং পাতার তিন ভাগের দুই ভাগ কেটে ফেলুন। কাটা অংশে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডায়থেন এম -৪৫ দ্রবণে ডুবিয়ে নিন। ১০-১৫ দিন পর প্রয়োজনে সেচ দিন। ফুল আসার পর হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ১০০ কেজি, এমওপি ১০০ কেজি এবং ১০-১৫ কেজি বোরিক এসিড/ বোরাক্স জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজ ফসল যাতে মাটিতে পড়ে না যায় সেজন্য ঠেকনা দিন। জাব পোকা ও পাতায় রোগ দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণ করুন। বোনার ৫-৬ মাসের মাঝে ফল পেকে গেলে বীজ সংগ্রহ করুন। হেক্টরে ১.৫- ২.০ টন বীজ পেতে পারেন।

বীজ সংরক্ষণ: বীজ কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে ৮% আর্দ্রতায় এনে প্লাস্টিক/টিনের কৌটা/ ড্রাম, পলিব্যাগ প্রভৃতি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ পূর্ণ করে বায়ুরোধী মুখ আঁটকে সংরক্ষণ করুন। বীজপাত্র অপূর্ণ থাকলে বা পাত্রের মুখ ভালভাবে না আঁটকালে বীজের গজানোর হার কমে যাবে। বীজ পাত্র চিহ্ন/লেবেল দিয়ে ঘরের ভিটিতে না রেখে শুকনা ও ঠান্ডা স্থানে মাচায় রাখুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর,২০১৭।

মুলার কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

সার ডিলারের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মুলার খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : মই

ফসল : মুলা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা : জমি চাষে ব্যবহার করা হয়

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যেগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি পরিষ্কার করে রাখুন

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, জানুয়ারি,২০১৮।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : মুলা

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি : কায়িক শ্রম, পশু শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/ কায়িক

যন্ত্রের উপকারিতা : সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধা জনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য : সহজে বহন যোগ্য ও অর্থ সাশ্রয়ী।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহাররে পর মাটি ও কাদাপানি পরিস্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস : খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

ফসলের বাজারজাতকরণের তথ্য

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা : ভ্যান, ট্রলি, পিকাপ ট্রাক, লঞ্চ, শীতাতপ কাভার্ড ভ্যাব, কার্গো বিমানে।

প্রথাগত বাজারজাত করণ : বাঁশের ঝুড়িতে করে মাথায়, ভারে করে কাঁধে, রিক্সায়, নৌকায় করে স্থানীয় হাট বাজারে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ : মোড়কীকরণ ঝুড়িতে/ কার্টনে খড় বিছিয়ে ১ ইঞ্চি পরিমাণ উঁচু করে সারি সারি করে বিছিয়ে রেখে বাজারজাত করুন।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।